# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - এপ্রিল ২০০৯/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* শ্রীলঙ্কা: যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে বেসামরিক জনগণের অপসারণকে বান কি-মুনের স্বাগত
*ডারবান বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনের জন্য সংশোধিত দলিলকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ অধিকার বিষয়ক প্রধান
*জাতিসংঘ নিউক্লিয়ার পরিদর্শকবৃন্দ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ত্যাগ করেছেন।
*জলবায়ুর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জসমূহ কিছু অর্থনৈতিক সুযোগও সৃষ্টি করেছে- বান কি মুন

## শ্রীলঙ্কা: যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে বেসামরিক জনগণের অপসারণকে বান কি-মুনের স্বাগত

২০ এপ্রিল- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ শ্রীলঙ্কার উত্তর-পুর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে দশ হাজার বেসামরিক জনগণের অপসারণকে স্বাগত জানিয়েছেন। যেখানে এসব জনগণ সরকার ও তামিল বিদ্রোহী বাহিনীর যুদ্ধের ফাঁদে পতিত হয়েছিল।

তবে মুখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে জনাব বান এখনো যারা যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় আছে তাদের পরিণতি কি হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।

ভানি অঞ্চলে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নো-ফায়ার জোন সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্র বর্ষনে গভীর নিন্দা প্রকাশ করে তিনি লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম্ বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে বেসামরিক জনগণের বেরিয়ে আসতে বাঁধা প্রদানে দুঃখ প্রকাশ করেন।

স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতিসংঘ এবং অংশীদার সংস্থাগুলো মানবিক সহায়তার পরিমান বৃদ্ধি করেছে।

মহাসচিব উলে-খ করেন, এখন জাতিসংঘ কর্মীদের যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় ত্রাণ বিতরণ এবং বেসামরিক জনগণের উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হবে বলে আশা করা যায়।

তিনি উলে-খ করেন মানবিক সংস্থাগুলোকে অবশ্যই ত্রাণের পরিমান নির্ণয় এবং আনার অনুমতি দিতে হবে এবং ত্রাণ কেন্দ্রগুলো তদারকি করারও অনুমতি দিতে হবে।

সহায়তা দলগুলো প্রচুর সংখ্যক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে এমন লোকজনকে গ্রহণ এবং ইতোমধ্যে ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছে এমন ৬৫,০০০ লোকদের ত্রাণ কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাতিসংঘের অনুসারে উত্তর শ্রীলঙ্কার ভাভুনিয়া, মান্নার, জাফিরা এবং ত্রিনকমলিতে বিশ্ব খাদ্য কার্যসুচীর খাদ্র পুর্ব- প্রস্তুতিতে খাদ্য, খাদ্য বর্হিভূত সামগ্রী এবং আশ্রয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে।

জাতিসংঘ মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর উলে-খ করে হাসপাতালগুলোর সম্পদ বাড়ানো, অতিরিক্ত ভ্রাম্যমান দলের ব্যবস্থা করা এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত লোকদের বিশেষ করে যারা চরম অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের রোগ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপকে জোড়দার করতে হবে।

OCHA উলে-খ করে যে যথাযথ অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত ট্যাঙ্কার দিয়ে পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

## ডারবান বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনের জন্য সংশোধিত দলিলকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ অধিকার বিষয়ক প্রধান

**১৭ এপ্রিল- আজ জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার আগামী সপ্তাহে জেনেভাতে অনুষ্ঠিতব্য বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া**

**দলিলে ঐক্যমত্য পোষণ করায় জাতিসমুহকে সাধুবাদ জানিয়েছে। উলে-খ্য প্রক্রিয়াধীন এই দলিল অনুমোদনের ফলে বিশ্বব্যাপী অসহিষ্ণুতায় জর্জরিত লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।**

**নাভি পিল-াই বলেন যে আজ দুপুরে প্রস্তুতি মুলক কমিটি ১৬-পৃষ্ঠার যে দলিলটির বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে সেটি ডারবান রিভিউ সম্মেলনের আলোচনা এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে কেননা জাতিসমুহ দ্বারা এটি সুচারুভাবে প্রস্তুত হবে।**

**তিনি বলেন, এটা কোন সহজ কাজ ছিলা না, তবে আনন্দের বিষয় যে প্রতিনিধিবৃন্দ মুখ্য বিষয়গুলোতে ঐক্যমত্যে পোঁছেছেন এবং এটি সেইসব লক্ষ লক্ষ জনগোষ্টির জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ যারা, বিশ্বের প্রতিটি স্থানে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে বর্ণবাদ, বর্ণ বৈষম্য, জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্যান্য অসহিষ্ণুতার স্বীকার হয়।**

হাই কমিশনার ঐক্যমত্যের উদ্যোমকে সাধুবাদ জানায় যা এই দলিল বিষয়ে চুক্তি করতে, রাষ্ট্রসমুহকে দায়িত্বশীল ও বর্ণবাদের ভয়াবহতা রোধে একসাথে কাজ করতে অঙ্গীকারবন্ধ করবে।

২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য পাঁচ দিনব্যাপী এই পর্যালোচনা সম্মেলনে আট বছর আগে স্বাক্ষরিত Darban Declaration and Programme of Action (DDPA) এর অগ্রগতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

আজ সকাল পর্যন্ত প্রায় ৪,০০০ লোক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য নাম লিপিবন্ধ করান, যাদের মধ্যে ১০০ এরও ওপর সদস্যরাষ্ট্রসমুহের প্রতিনিধি এবং ২,৫০০ এর ওপরে বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি আছেন।

মিজ পিল-াই বলেন, ২০০১ সালে সরকার সমুহ কর্তৃক প্রনীত অঙ্গীকারটি ছিল খুবই গতিশীল এবং সামঞ্জস্যপুর্ণ, তবে এগুলো প্রয়োগ করতে এখনো অনেক কিছু করা বাকি আছে। আগামী সপ্তাহের সম্মেলনের লক্ষ্য হলো ব্যাপক বিস্তৃত এই অঙ্গীকারগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা যাতে আমরা বৈষম্যমুলক এবং অসহিষ্ণুতার চর্চাকে দুর করতে পারি।

তিনি স্বীকার করেন যে একটি বৈষম্যময় বিশ্বে মতপার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক, তবে তিনি আশাবাদী যে এই সম্মেলনের পর যেখানে মহাসচিব বান কি-মুনও অংশ নেবেন, সেখানে বর্ণবাদের রোধে আমরা একটি পরিস্কার দিক নির্দেশনা পাব।

## জাতিসংঘ পরমানু পরিদর্শকবৃন্দ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ত্যাগ করেছেন

১৬ এপ্রিল- এই সপ্তাহের শুরুতে গণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকার কর্তৃক নির্দেশ পাওয়ার পর জাতিসংঘ নিউক্লিয়ার পরিদর্শকবৃন্দ পুর্ব এশিয়ার এই দেশটি ত্যাগ করেছেন।

মঙ্গলবার DPRK সরকার আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থাকে জানিয়ে দেয় যে নিরাপত্তা পরিষদ সম্প্রতি কোরিয়া কর্তৃক রকেট চালু করার নিন্দা করার প্রেক্ষিতে কোরিয়া সরকার সংস্থাটিকে আর সহযোগিতা করবে না।

দেশটি IAEA তাদের সব ধরনের বিস্তার রোধর যন্ত্র, গোপন ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি অপসারন করতে অনুরোধ জানায় এবং দ্রুত জাতিসংঘ পরিদর্শকদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

গতকাল ইয়াং বায়নে আনবিক কেন্দ্র থেকে পরিদর্শকগণ আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার সব ধরনের শীলমহর অপসারণ করে এবং তাদের গোপন ক্যামেরার সুইচ অফ করে দেয়।

২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা পরীক্ষা করে দেখে যে উত্তর কোরিয়া সরকার ইয়াং বায়নে রিয়াক্টর বন্ধ করে দিয়েছে এবং তখন থেকে এর পরিদর্শকগণ এ কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল।

সোমবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে উলে-খ করা হয় য, নিরাপত্তা পরিষদ বলেছে ৫ এপ্রিল উত্তর কোরিয়া কর্তৃক পরিচালিত রকেট অভিযান ১৭১৮ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বিরোধী, এবং দাবি করে যে দেশটি ২০০৬ সালের মতো ভবিষ্যতেও আর ক্ষেপনাস্ত্র অভিযান চালাবে না।

বক্তব্যে উলে-খিত, 'নিরাপত্তা পরিষদ দাবি করে যে দেশটি ২০০৬ সালের মতো ভবিষ্যতেও আর ক্ষেপনাস্ত্র অভিযান চালাবে না' এর অর্থ হল পরিষদ একটি শান্তিপুর্ণ এবং কুটনৈতিক সমাধান আশা এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাধানে পৌঁছতে সদস্যদেশগুলো উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

এখানে আরো উলে-খ করা হয় ২০০৬ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মাসের শেষে নাগাদ পরিষদ সহায়তা প্রদান করবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন পরিষদের বক্তব্যকে অনুমোদন করেন, যা মুল উত্তর কোরিয়ার রকেট অভিযান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি

সর্বজনীণ বার্তা।

জনাব বান একটি পৃথক বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন যে, পরিষদের পুনঃউদ্যোগ এ অঞ্চলের সব জটিল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের দ্বার উন্মোচন করবে এবং আন্তঃকোরিয়া সংলাপ ও চীন, কোরিয়া, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে ছয় জাতি আলোচনা পুনরাম্ভ করতে সহায়তা করবে।

## জলবায়ুর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জসমূহ কিছু অর্থনৈতিক সুযোগও সৃষ্টি করেছে- বান কি মুন

**১৫ এপ্রিল- একই সাথে অর্থনৈতিক সংকট এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, তবে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্বের সামনে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে।**

জনাব বান যিনি কোরিয়ান হেরাল্ড এ ২০০৯ সালকে 'জলবায়ুর পরিবর্তন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, সুখের খবর হলো আমরা একই সাথে দু'টোকেই মোকাবেলা করতে পারি, জলবায়ুর পরিবর্তণের সমাধান হলো সবুজায়ন যা কিনা দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

তিনি আরোও বলেন. যদি দেশগুলো সবুজায়নের জন্য কর্মোদ্দম প্যাকেজ কার্যকর করে তাহলে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং এই ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে জাতিসংঘ সম্মেলনে জাতিসমূহ যদি জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক একটি নতুন বৈশ্বিক চুক্তিতে উন্নীত হয় তবে তা হবে এই দশকে একই সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ।

মহাসচিব উলে-খ করেন, বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়র পরিবর্তন বন্ধে আগর চেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞ বলেন, গ্রীন হাউস গাস নির্গমনের উচ্চহার বিশ্বকে আরো চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে নোবেল বিজয়ীদের নিয়ে গঠিত জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক আন্ত সরকার প্যানেল যারা জলবায়ু বিজ্ঞানের মানদন্ড নির্ধারণ করেন, তাদের ২০০৭ সালে প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সময় আমাদের পক্ষে নয়'। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তাকে আর ফেরানো সম্ভব নয়।'

এই বক্তব্যে জনাব বান, আসন্ন ডেনমার্ক আলোচনা যাতে ইতিহাসের স্বরনীয় মুহূর্তে পরিণত হয় সেজন্য জাতিসমূহ তাদের সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেবার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন যাতে ২০১২ সালে শেষ হতে যাওয়া কিয়োটো প্রটোকলের ওপর আলোচনার পর একটি ষফল চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

তিনি বলেন, চুক্তি অবশ্যই হতে হবে, উচ্চাকাঙ্খী, নিরপেক্ষ এবং গ্যাস নির্গমন হ্রাসে কার্যকর যার গ্রহণ জলবায়ুর পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি থেকে পেতে জাতিসমুহের জন্য সহায়ক হবে।

২০০৯ সালে জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক প্রথম পর্যায়ের আলোচনা গত সপ্তাহে জার্মানীর বনে শেষ হয়েছে।

জনাব বান বলেন, বিশ্বে সব দেশ যাতে উদারতম আচরণ করতে পারে সেজন্য আগে পাঁচটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে: শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্যাস নির্গমন হ্রাসে অবশ্যই উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, প্রধান উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে নির্গমন রোধে তারা ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ নেবে, অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে হবে, এই তহবিল বন্টনে অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উপায় অবলম্বন করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জান-মাল রক্ষায় পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

তিনি বলেন, একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমরা আজকের সবুজায়নকে শক্তিশালী করতে পারি এবং আমাদের সন্তানদের এবং তাদের অনাগত সন্তানদের জন্য আমাদের গ্রহকে নিরাপদ করতে পারি।

অর্থনৈতিক সঙ্কটই জলবায়ুর পরিবর্তনকে প্রকট করেছে অনেকের এধরনের মন্তব্যের সাথে একমত নন মহাসচিব।

বরং তার মতে এটা একটি নজিরবিহীন সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার ফলে সবুজ শক্তি উৎপাদনে জাতিসমূহকে কর্মোদ্দম প্যাকেজ গ্রহনে উৎসাহিত করেছে এবং এর মাধ্যমেই সবার জন্য বৈশ্বিক অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই উন্নয়নের নতুন উপায়ও তৈরি হয়েছে।

তিনি কোরিয়া প্রজাতন্ত্রকে গণ ট্রানজিট, জ্বালানী সংরক্ষণ, বনায়ন এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিযোগ করার মাধ্যমে একটি সবুজতর, স্বল্প কার্বন সম্পন্ন ভবিষ্যৎ তৈরিতে পদক্ষেপ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান।

জনাব বান বলেন, গ্যাস নির্গমন হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে এই দেশটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। শক্তি উদ্দীপক অর্থনীতির কারণে গ্যাস নির্গমন হ্রাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র নিজের জন্য উচ্চাবলাসী পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারবে।

** ** **